ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৬২৫

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি, ২০২৬

প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মরণে বিধানসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ত্রিপুরা বিধানসভা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, সংসদীয় তথা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ, অতিরিক্ত সচিব বিপ্লব দাস সহ বিধানসভার বিভিন্ন স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ৪ বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ত্রিপুরা বিধানসভার ইতিহাসে এই প্রথম একজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব চলাকালীন সময়ে প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন একজন গুণী ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। বিধানসভায় তিনি বিরোধীদেরও প্রশংসা পেতেন। তিনি বলেন, কিছু কিছু ব্যক্তি প্রয়াত হবার পরও কিছু স্মৃতি রেখে যান। আমি প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেন-এর আত্মার সদগতি কামনা করি। পরিবারের পরিজনদের জানাই সমবেদনা।

সংসদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ শুধু রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, গায়ক ও রবীন্দ্র প্রেমী। সংসদীয় বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি বলেন, রাজনীতি হলো সমাজের এক মহান ব্রত। লেখাপড়া করে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, আইএএস, আইপিএস হওয়া যায়। কিন্তু সবাই রাজনীতিবিদ হতে পারেন না। রাজনীতিবিদদের হতে হবে সংবেদনশীল। যারা মানুষের দুঃখ ও কষ্ট অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যত ভাল কাজ হয়েছে তা রাজনীতিবিদদের দূরদর্শিতায় হয়েছে। বিগতদিনে আমাদের রাজ্যে ১০ জন মুখ্যমন্ত্রী ও ১৩ জন অধ্যক্ষ সমাজ ও রাজ্যের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তাঁদেরকেও আমাদের স্মরণ করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিশ্ববন্ধু সেন এক বড় মনের নেতা ছিলেন। তিনি সকল বিধায়কদের সমদৃষ্টিতে দেখতেন।

২য় পাতায়

দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সংসদীয় বিষয়ে প্রখর জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন সংগীত প্রেমী। তিনি ছিলেন আমাদের কাছে অনুকরণীয়। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আমাদের সবাইকে মিলে সমাপ্ত করতে হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, প্রয়াত অধ্যক্ষ ত্রিপুরা বিধানসভায় সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। তিনি বলেন, ভাল মানুষেরা বেঁচে থাকেন আমাদের মননে ও স্মরণে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব এ কে নাথ। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে প্রয়াত অধ্যক্ষের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

****